জাতীয় সম্মেলন

কাউকে পেছনে ফেলে নয়

প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর বৈষম্য, বিচ্ছিন্নতা এবং অধিকার

২০-২১ জুন ২০১৯

স্থান: এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

আয়োজক

সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)। পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি)। খ্রিস্টিয়ান কমিশন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ (সিসিডিবি)। গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে)

প্রকল্পটি ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ইকো কোঅপারেশনের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত

সুধী,

দারিদ্র্যের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করলেও দারিদ্র্য এখনো একটি বহুমাত্রিক বাস্তবতা। এই বাস্তবতার একটি অন্যতম প্রতিচ্ছবি এ দেশেরই প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী যারা তুলনামূলকভাবে পেছনে পড়ে থাকছে। সমাজে সবছেয়ে পিছিয়ে থাকা এই মানুষগুলোর নিরন্তর লড়াইকে সবার সামনে নিয়ে আসা এবং প্রান্তিকতা ও বিচ্ছিন্নতার চ্যালেঞ্জকে জাতীয় আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসাই আজকের বাংলাদেশের একটি প্রধান অগ্রাধিকার। আর এই লক্ষ্যকে মাথায় রেখে চারটি প্রতিষ্ঠান—সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড), পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি), খ্রিস্টিয়ান কমিশন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ (সিসিডিবি) এবং গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে)—যৌথভাবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ইকো কোঅপারেশনের আর্থিক সহায়তায় ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে সাড়ে তিন বছরের একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই উদ্যোগের প্রধান লক্ষ্য বাংলাদেশের প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীসমূহকে দৃশ্যমান করা এবং তারা যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন সেগুলো মোকাবেলা করা।

গবেষণা ও অনুসন্ধান থেকে এ পর্যন্ত আমরা যেসব তথ্য-উপাত্ত পেয়েছি তার সার-সংক্ষেপ সামনে তুলে ধরতে, বাংলাদেশে প্রান্তিকতা ও বিচ্ছিন্নতার চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় একসাথে চিন্তা করতে এবং এসব জনগোষ্ঠীর সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উপস্থাপন ও উদযাপন করতে আমরা আগামী ২০ ও ২১ জুন ২০১৯ (বৃহস্পতি ও শুক্রবার) আগারগাঁওয়ের এলজিইডি ভবনে একটি সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। সম্মেলনের মূল বিষয় প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর বৈষম্য, বিচ্ছিন্নতা এবং অধিকার।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবহান। সম্মানিত অতিথি এবং বক্তা অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, অধ্যাপক রওনক জাহান, ড. শামসুল আলম, অধ্যাপক সাখাওয়াত আলী খান, ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি, তিশা স্মেলজার, ড. হরিশংকর জলদাস, রামভজন কৈরী এবং রবীন্দ্রনাথ সরেন। চা জনগোষ্ঠী, ট্রেড ইউনিয়ন, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা এবং অন্যান্য প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী, সুশীল সমাজ, স্থানীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় সংস্থা, মানবাধিকার সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন।

সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আপনাকে আন্তরিক আমন্ত্রণ।

ড. হোসেন জিল্লুর রহমান
নির্বাহী চেয়ারম্যান, পিপিআরসি

ফিলিপ গাইন
পরিচালক, সেড

জয়ন্ত অধিকারী
নির্বাহী পরিচালক, সিসিডিবি

মোয়াজ্জেম হোসেন
প্রধান নির্বাহী, জিবিকে

অনুষ্ঠানসূচি

২০ জুন ২০১৯ (বৃহস্পতিবার)

০৮:৩০ নিবন্ধন এবং অতিথি ও অংশগ্রহণকারীদের বরণ

১০:০০ চা বিরতি

উদ্বোধনী পর্ব

১০:৩০ *স্বাগত বক্তব্য:* জয়ন্ত অধিকারী, নির্বাহী পরিচালক, খ্রিস্টিয়ান কমিশন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ (সিসিডিবি)

১০:৪০ *মূল প্রবন্ধ:* প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর বৈষম্য, বিচ্ছিন্নতা এবং অধিকার: বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতা (অবজেক্টিভ রিয়েলিটি)—ফিলিপ গাইন, পরিচালক, সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)

১১:০০ *সম্মানিত অতিথি ও বক্তা*

অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ

ড. শামসুল আলম, সদস্য (সিনিয়র সচিব), সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি), বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, বাংলাদেশ

অধ্যাপক রওনক জাহান, সম্মানীয় ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) এবং ভিজিটিং স্কলার, কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক সাখাওয়াত আলী খান, চেয়ারম্যান, সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)

ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি

তিশা স্মেলজার, কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ, ইকো কোঅপারেশন

রামভজন কৈরী, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন (বিসিএসইউ) এবং ভাইস চেয়ারম্যান, কমলগঞ্জ উপজেলা, মৌলভীবাজার

ড. হরিশংকর জলদাস, বিশিষ্ট লেখক

রবীন্দ্রনাথ সরেন, সভাপতি, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ

ধন্যবাদ জ্ঞাপন: মোয়াজ্জেম হোসেন, প্রধান নির্বাহী, গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে)

১২:৪০ *প্রধান অতিথি:* অধ্যাপক রেহমান সোবহান, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং চেয়ারম্যান, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)

১২:৫৫ *সভাপতি:* ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, নির্বাহী চেয়ারম্যান, পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি)

(উদ্বোধনী পর্বে "*মধুপুর: দ্য ভ্যানিশিং ফরেস্ট অ্যান্ড হার পিপল ইন অ্যাগোনি*" বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হবে)

০১:১৫ **দুপুরের খাবার**

০২:১৫ ***সমান্তরাল অধিবেশন: এক***

আলোচ্য বিষয়: বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পরিচয়, সংস্কৃতি এবং ভাষা

সভাপতি: ড. আইনুন নাহার, অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

সঞ্চালক: ফিলিপ গাইন, পরিচালক, সেড

নির্ধারিত আলোচক: ড. মাহমুদুল এইচ সুমন, অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়; কর্নেলিয়াস টুডু, কান্ট্রি ডিরেক্টর, সামার ইন্সটিটিউট অব লিঙ্গুইস্টিকস (সিল); মো: আলমগীর হোসেন, উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এবং পরিমল সিং বাড়াইক, সভাপতি, মৌলভীবাজার চা জনগোষ্ঠী আদিবাসী ফ্রন্ট (এমসিজেএএফ)

মুক্ত আলোচনা

সমান্তরাল অধিবেশন: দুই

আলোচ্য বিষয়: প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন

সভাপতি: ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, নির্বাহী চেয়ারম্যান, পিপিআরসি

নির্ধারিত আলোচক: তপন দত্ত, সভাপতি, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র, চট্টগ্রাম; ডা: আবু সায়েদ মোহাম্মদ হাসান, প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট, এসআরএইচ, জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ); সামসুজ্জামান, প্রোগ্রাম এনালিস্ট, এসআরএইচআর, ইউএনএফপিএ; রামভজন কৈরী, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন ও ভাইস চেয়ারম্যান, কমলগঞ্জ উপজেলা এবং রুশিনা সরেন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, ঘোড়াঘাট উপজেলা, দিনাজপুর

মুক্ত আলোচনা

সমান্তরাল অধিবেশন: তিন

আলোচ্য বিষয়: প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক সনদ ও জাতীয় আইন

সভাপতি: ড. মো: আবদুল ওয়াজেদ, প্রাক্তন মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)

সঞ্চালক: ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া, আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

নির্ধারিত আলোচক: ড. তানজিমুদ্দিন খান, সহযোগী অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; সারওয়াত শামিন, প্রভাষক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অ্যাডভোকেট ড. উত্তর কুমার দাস, আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এবং প্রোগ্রাম অফিসার, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও), বাংলাদেশ

০৪:০০ **চা বিরতি**

০৪:৩০ **তথ্যচিত্র অরণ্যের আর্তনাদ (সিলভান টিয়ারস)-এর উদ্বোধনী প্রদর্শনী এবং মোড়ক উন্মোচন**

সভাপতি: থিওফিল নকরেক, পরিচালক, কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউট (সিডিআই)

বিশেষ অতিথি: অধ্যাপক শহীদুল আলম, মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ (আইইউবি)

০৫:৩০ **সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা**

সূচনা বক্তব্য: সারা মারান্ডি, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক

ডেভেলপমেন্ট, জিবিকে

অতিথি বক্তা: অধ্যাপক তাহমিনা আহমেদ, ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আলোচ্য বিষয়: সংস্কৃতির মাধ্যমে সাঁওতালদের প্রতিরোধ

সাংস্কৃতিক পরিবেশনা: গারো, সাঁওতাল, আদিবাসী চা জনগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক দল, তেলেগু যুব সংঘ এবং অ্যাডভোকেট বাবুল রবিদাসের ম্যাজিক

২১ জুন ২০১৯ (শুক্রবার)

০৯:০০ ***সমান্তরাল অধিবেশন: চার***

আলোচ্য বিষয়: প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর সমস্যাবৃক্ষ অনুধাবন ও বিশ্লেষণে সৃজনশীল চিন্তা-ভাবনা ও উদ্যোগ

সভাপতি: ড. হরিশংকর জলদাস, বিশিষ্ট লেখক

সঞ্চালক: সারা মারান্ডি, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট, জিবিকে

নির্ধারিত আলোচক: মিলন দাস, নির্বাহী পরিচালক, পরিত্রাণ; বিজয় বুনার্জি, চা শ্রমিক নেতা এবং চেয়ারম্যান, রাজঘাট ইউনিয়ন পরিষদ, শ্রীমঙ্গল; সৌদ খান, বেদে সর্দার; নির্মল চন্দ্র দাস, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ এবং আলেয়া আক্তার লিলি, সাধারণ সম্পাদক, সেক্স ওয়ার্কারস নেটওয়ার্ক (এসডব্লিউএন)

সমান্তরাল অধিবেশন: পাঁচ

আলোচ্য বিষয়: অরণ্য, অরণ্যচারী মানুষ এবং সনাতনী অধিকার: প্রেক্ষিত মধুপুর শালবন এলাকার গ্রামসমূহের বাস্তব চিত্র

সভাপতি: অপূর্ব ম্রং, আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস, ময়মনসিংহ

সঞ্চালক: ইউজিন নকরেক, সভাপতি, জয়েনশাহী আদিবাসী সমাজ কল্যাণ সংস্থা (জেএএসকেএস)

উপস্থাপনা: "মধুপুর: দ্য ভ্যানিশিং ফরেস্ট অ্যান্ড হার পিপল ইন অ্যাগোনি" বইয়ের বিষয়বস্তু

—ফিলিপ গাইন, পরিচালক, সেড

নির্ধারিত আলোচক: জয়নাল আবেদীন, সিনিয়র সাংবাদিক এবং অবসরপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক; সুলেখা ম্রং, সেক্রেটারি, আচিক মিচিক সোসাইটি; মিহির মৃ; থিওফিল নকরেক, পরিচালক, কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউট (সিডিআই); যষ্টিনা নকরেক, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, মধুপুর উপজেলা পরিষদ এবং হাসান আলী, গাছাবাড়ি, মধুপুর

মুক্ত আলোচনা

১১:০০ **চা বিরতি**

১১:৩০ ***সমান্তরাল অধিবেশন: ছয়***

আলোচ্য বিষয়: প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর সুরক্ষায় কর্মকৌশল নির্ধারণ

সভাপতি: ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, নির্বাহী চেয়ারম্যান, পিপিআরসি

সঞ্চালক: মোয়াজ্জেম হোসেন, প্রধান নির্বাহী, গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে)

পূর্ববর্তী আলোচনাসমূহ থেকে তৈরি কর্মকৌশলের খসড়া উপস্থাপন

—ফিলিপ গাইন, পরিচালক, সেড

মুক্ত আলোচনা

সমান্তরাল অধিবেশন: সাত

আলোচ্য বিষয়: প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর ভূমির অধিকার

সভাপতি: খুশী কবির, সমন্বয়কারী, নিজেরা করি

সঞ্চালক: ডেভিড হিলটন, সহযোগী পরিচালক, খ্রিস্টিয়ান কমিশন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ (সিসিডিবি)

নির্ধারিত আলোচক: শামসুল হুদা, নির্বাহী পরিচালক, এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (এএলআরডি); কৃষ্ণলাল, সভাপতি, বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ; নৃপেন পাল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন (বিসিএসইউ); রমজান আহমেদ, বেদে নেতা এবং ফিলিমন বাস্কে, সভাপতি, সাহেবগঞ্জ বাগদা ফার্ম ভূমি উদ্ধার সংগ্রাম কমিটি

মুক্ত আলোচনা

০১:০০ **দুপুরের খাবার**

০২:৩০ **প্লেনারি: সমান্তরাল অধিবেশনসমূহের রিপোর্ট পর্যালোচনা এবং ঢাকা ঘোষণা গ্রহণ**

সঞ্চালক: ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, নির্বাহী চেয়ারম্যান, পিপিআরসি

০৪:০০ **মিট দ্য প্রেস**

০৪:৩০ **চা বিরতি**

০৫:০০ **সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা**

সূচনা বক্তব্য: ড. মাসুদুল হক, দিনাজপুর সরকারি কলেজ

অতিথি বক্তা: ড. হরিশংকর জলদাস, বিশিষ্ট লেখক

আলোচ্য বিষয়: গবেষণা ও লেখনীর মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিরোধ

সাংস্কৃতিক পরিবেশনা: মণিপুরী, হিজড়া, ওঁরাও, পাহাড়িয়া এবং মাহলে সাংস্কৃতিক দল

যোগাযোগ

সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)

গ্রীন ভ্যালী, ফ্ল্যাট ২এ, ১৪৭/১ (৩য় তলা), গ্রীন রোড, ঢাকা-১২১৫

ফোন: ৫৮১৫৩৮৪৬, ০১৬৭৫৫২৭৯৩৩ www.sehd.org